"প্রজ্ঞাবানের অভিসন্ধিতে নিঃসন্দেহে শরয়ী বিধিবিধান
হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাতে"

শরীয়তের বিধি-বিধান নবীর হাতে

মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
অনুবাদ : মুহাম্মদ হোসাইন রেযা কাদেরী

منية اللبيب ان التشريع بيد الحبيب

"প্রজ্ঞাবানের অভিসন্ধিতে নিঃসন্দেহে শরয়ী বিধিবিধান
হাবীবুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাতে"
১৩১১ হিজরী

শরীয়তের বিধি-বিধান নবীর হাতে

বহুদর্শী লেখক ঃ আ'লা হযরত মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি)
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হোসাইন রেযা কাদেরী

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০১৮২৫৮৫৭৬৪২

মূল : আ'লা হযরত মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)
অনুবাদ : মুহাম্মদ হোসাইন রেযা কাদেরী

প্রকাশনায় ঃ

M S H Q - R Group
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

স্বত্ব :

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া - ৩৫/-

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান
মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ফারুক

প্রাপ্তিস্থান :
মুহাম্মদী কুতুবখানা
মোবাইল ঃ ০১৮১৯৬২১৫১৪

উৎসর্গ

বেতাগী আস্তানা শরীফের পীর
সাহেব সাইয়িদুল আজম, গাউছে জামান, কুতুবুল আক্বতাব,
হযরত হাফেজ হাকিম শাহ মুহাম্মদ বজলুর রহমান মুহাজেরে
মক্কী রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, এর চরণকমলে।

আল্লাহ পাক সৃষ্টির আদি হতে অন্ত পর্যন্ত যাবতীয় বিধিবিধান পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করেছেন নবী-রসূল ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم

তরজমায়ে কানযুল ঈমান : হে ঈমানদারগণ, নির্দেশ মান্য করো আল্লাহর এবং নির্দেশ মান্য করো রসূলের এবং তাদেরই, যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।[১]

উক্ত আয়াতে কারীমার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মুমিন বান্দা মাত্রই আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উলিল আমরের হুকুম তথা বিধানমালা মান্য করতে বাধ্য। কেননা আল্লাহ পাক সেটা বান্দার উপর ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির্কতার এ বসুন্ধরায় প্রভাকর যতদিন প্রখর আলো ছড়াবে, মৃগাঙ্ক জ্যোৎস্নালো কিত করবে, গাগনাম্বু অবারিত বর্ষিত হবে, আর মহাপ্রলয় পরবর্তী শেষ বিচারের দিন মনুষ্য ও জিন জাতির হিসাব-নিকাশ সমাপ্তিতে স্বর্গ ও নরকবাসী চিহ্নিত করা হবে, তাও হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বিধিবিধানানুযায়ী করা হবে।

আল্লাহ পাক স্বয়ং সে অধিকার দান করেছেন, গ্রহীতা স্বয়ং গ্রহণ পূর্বক বাস্তবায়ন করেছেন, মহামান্য মানীষীগণ যা স্বীকার ও শিরোধার্য করে নিয়েছেন, বিদগ্ধ লেখকবৃন্দ যা স্বীয় কিতাবের পরতে পরতে লিপিবদ্ধ করেছেন তাকে কুফরি বা শিরক প্রমাণের অপচেষ্টা করা – এ কেমন ধার্মিকতা ! অথচ এ সত্য সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতেই প্রতিষ্ঠিত, তাইতো আল্লাহর প্রেরিত নবী - রসূলগণ আলাইহিমুস।- সালাতু ওয়াস সালাম এ বিধিবিধানের উপর ঈর্ষা করেছিল, মহান রবের দরবারে

---

১. সূরা নিসা, আয়াত – ৫৯

তাবেদারী করার আকুতি জানিয়েছিল আর আল্লাহ পাক তা কবুল করেছিল।[২]

অতএব সুপ্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়কে নব্য আঙ্গিকে র্তক-বির্তকের মাধ্যম বানানো সমর্পূণ অজ্ঞতার পরিচায়ক, বৈ আর কিছুই নয়। যেখানে আল্লাহর নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে তিনি শরয়ী বিধানমালার ইখতিয়ার দান করেছেন, সেখানে উম্মত র্কতৃক হস্তক্ষেপ পূর্বক আপনা নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শ্রেষ্ঠত্ব ও মান-মর্যাদা হ্রাস করার অপচেষ্টা করাটা কিরূপ ঔদ্ধত্যতা, তা ব্যক্ত করার ভাষা খুজেঁ পাই না।

সুবিদিত এ বিষয়টিকে যুগে যুগে মানুষের নিকট উপস্থাপন করেছেন ফুকাহায়ে ইজাম, মুহাদ্দিস, মুফাসিসর, মুয়াররীহিন ও উলামায়ে আহলে-হক। অগ্রবর্তীদের সে সত্য দাবীর স্বপক্ষে সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ পেশ করে সংক্ষিপ্ত তবে পূর্ণাঙ্গ পুস্তক প্রণয়ন করেছেন হিজরী চর্তুদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, কলম যুদ্ধের বিজেতা সৈনিক, শায়খুল মুহাদ্দিসীন, সাইয়িদুল মুহাকীনি, সাইয়িদী ওয়া সানাদী, আ'লা হযরত ইমাম আব্দুল মুস্তফা আহমদ রেযা খান রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি, পুস্তকের নাম "মুনিয়াতুল – লবীব আন্নাত – তাশরিয়ী বিইয়াদিল হাবীব"। এ পুস্তকে বিশুদ্ধ হাদিসসমূহের নিরিখে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, নিঃসন্দেহে শরীয়তের বিধিবিধান আল্লাহর প্রিয় হাবীবের। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামর হতে ন্যস্ত। যেখানে গ্রন্থকার বপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, আল্লাহর নবী ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যেমনি মক্কা শরীফিকে হারাম ও বরকতের জন্য

---

২. আল্লাহর নবী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আলাই সালাতু ওয়াস – সালাম, যিনি হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শরীয়তের পায়রবী করবেন আর আসমান হতে অবতরণ করবেন।

দোয়া করেছেন, তেমনি আল্লাহর নবী হাবীবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহিস সালাম মদীনা শরীফকে হারাম বানিয়েছেন ও তার বরকতের জন্য দোয়া করেছেন।

এ বিষয়ের সমপৃক্ততায় কুরআন-সুন্নাহর কতিপয় ইশারা প্রমাণাসিদ্ধঃ

তাফসীরে জালালাইনে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৫৯ নম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত রয়েছে –

ونزل لمَّا اختصم يهودى ومنافق فد عا المنا فق الى كعب بن الاشرف ليحكم بينهما ودعا اليهو دى الى النّبىّ صلى الله تعالى عليه وسلم فا تياه فقضى لليهودى فلم يرضى المنافق واتيا عمر رضى الله عنه فذكرله اليهودى ذلك فقال للمنا فق اكذ لك قال نعم فقتله _

অর্থাৎ আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়, যখন জৈনিক ইহুদি ও মুনাফিকের মাঝে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, ফলে মুনাফিক ব্যক্তিটি ইচ্ছে করল বিষয়টি কা'ব ইবনে আশরাকের কাছে উস্থাপন করতে, যাতে সে উভয়ের মাঝে পয়সালা করে দিতে পারে। আর ইহুদি ব্যক্তি বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উস্থাপন করতে চাইলেন। অবশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি নিয়ে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম–এর দরবারে উপস্থিত হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদির পক্ষে রায় দিলেন। তবে মুনাফিক ব্যক্তি এ রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারল না, তাই তারা দ্বিতীয়বার ফয়সালার জন্য হযরত ওমর (رضي الله عنه) – এর নিকট উপস্থিত হল। আর ইহুদি ব্যক্তি হযরত ওমর (رضي الله عنه) – এর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৃত বিচার মীমাংসার কথাটি পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, হযরত ওমর (ﷺ) মুনাফিক ব্যক্তিকে বলেলন ব্যাপারটা কী তাই? মুনাফিক বলল, হ্যাঁ। তা শুনে হযরত ওমর (ﷺ) তাকে হত্যা করে ফেললেন।[৩]

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যে কেউ রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর বিধান অমান্য করে, ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতে তার শাস্তি মৃত্যুদন্ড।

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর আত-তাবারি (رحمه الله) সূরা মায়িদার ৪২ নং আয়ারেতর তাফসিরে লেখেন –

(وان تعرض عنهم) أى من الحلم بينهم (فلن يضروك شيئً) أى لايقدرون لك على ضرر فى دين او نيا خدع النظر بينهم أن شئت(وان حكمت) أى وان اخترت أن تحكم (فاحكم بينهم بالقسط) أى العدل وقيل بما فنى القران وشريعة الاسلام_

ইমাম তাবারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হে নবী! ব্যভিচারকারী স্ত্রীলোকটির গোত্রের লোকেরা যারা এখনও পর্যন্ত আপনার কাছে আসেনি, যদি তারা আপনার কাছে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মাঝে ফয়সালা করতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে আপনি তাদেরকে উপেক্ষাও করতে পারেন, ফলে বিচার ভার

---

৩. তাফসীরে জালালাইন, আল্লামা জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর আস সুয়ূতি (رحمه الله)।

তাদেও প্রতিই অপির্ত হবে। অতএব আপনার اختيار আছে এ দুয়ের যে কোনটি অবলম্বন করতে পারেন।[৪]

উপর্যুক্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে, শরয়ী বিধিবিধানের ইখতিয়ার আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। আল্লামা কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপথী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর তাফসীরে মাযহারী শরীফে সূরা আহযাবের ৩৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন – وما كان لمؤ من ولا مؤ منة মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর থাকবে না : অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ ও যয়নব বিনতে জাহশের জন্য জায়েয নয়– اذا قض الله ورسوله امرًا আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিষয়ে নির্দেশ করলে : অর্থাৎ কোন বিষয়ে চূড়ান্ত নির্দেশ দিলে। ان يكون لهم الخيرة من امرهم সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার: অর্থাৎ সে বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছা মত কোন সিদ্ধান্ত নেয়া তাদেও জন্য বৈধ নয়, বরং নিজেদের ইচ্ছাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের 'সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম' ইচ্ছার অনুবর্তী বানাতে হবে। তিনি বলেন, আলোচ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, শর্তহীন আদেশ দ্বারা ওয়াজিব (ফরয) বা অবশ্য পালনীয় বিধান সাব্যস্ত হয়।[৫]

তাফসীওে জালালাইন শরীফে রয়েছে,

---

৪. জামেউল বয়ান ফি তাফসিরুল কুরআন, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩০৪।
৫. তাফসিরে মাযহারী, দশম খন্ড, পৃ, ৪১।

وما ارسلنا من رسول الا ليطاع فيما يأمر به ويحكم بإذن الله با مره لا يعص ويخا لفُ _

অর্থাৎ আমি কেবল এই উদ্দেশ্যেই রাসূল 'সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম' প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নির্দেশ ও ফয়সালা মান্য করা হয়, তাদের নাফরমানি ও বিরুদ্ধা চারণযেন না করা হয়।[৬]

আর উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাযী মুহাম্মদ সানাউল্লাহ পানিপথী (রহমতুল্লাহি আলাইহি) বলেন – "রিসালতের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পায়গাম্বারের আনুগত্য মানুষের উপর অপরিহার্য করা। ازن অর্থ নির্দেশ, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে, যে পয়গম্বর প্রেরিত হবে, মানুষ তাঁর নির্দেশ পালন করবে, আর যে ব্যক্তি তাঁর রায়ে সন্তুষ্ট না হবে এবং তাঁর নির্দেশ অমান্য করবে, সে হত্যার উপযুক্ত হবে। কেননা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিচার না মানার অর্থই হচ্ছে তাঁর রিসালত কবুল না করা।[৭]

আল্লামা আবুল ফিদা ইবনে কাসীর (রহমতুল্লাহি আলাইহি) সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র ও সম্মনিত সত্তার শপথ করে বলেছেন, কোন ব্যক্তিই ঈমানের সীমার মধ্যে আসতে পারে না যে পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ তাআলার শেষনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ন্যায় বিচারক মেনে না নেবে এবং প্রত্যেক র্নিদেশকে, প্রত্যেক মীমাংসাকে, প্রত্যেক সুন্নাতকে প্রত্যেক হাদিসকে গ্রহণযোগ্য রূপে স্বীকার না করবে। আর অন্তর ও দেহকে একমাত্র ঐ

---

৬. তাফসিরে জালালাইন, প্রথম খন্ড।
৭. তাফসিরে মাযহারী, ৩য় খন্ড

রাসূলেরই সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম অনুগত না করবে। মোটকথা, যে ব্যক্তি তার প্রকাশ্য, গোপনীয়, ছোট ও বড় প্রতিটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর বিধিবিধানকে সমস্ত নীতির মূল মনে করবে সে হচ্ছে মুমিন।[৮]

সাহীহাইনে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা আলা আনহু হতে বর্ণিত যে,

عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النَّبي صلى الله تعا لى عليه وسلم دخل مكَّة يو م الفتح وعلى رأسه المعضر فلما نز عه جاء رجلٌ فقال ابن خطل متعلقٌ با ستارِ الكعبةِ فقال اُقتله قال مالك ولم يكن النَّبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم يومئذ محرما _

নিঃসন্দেহে মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় লোহার টুপি পরিহিত অবস্থায় মক্কায়ে মুয়াজ্জমায় প্রবেশ করেছেন। তিনি সবে মাত্র টুপি খুলেছেন এ সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, ইবনে খাতাল (জাহেলী যুগে যার নাম ছিল আব্দুল উযযা)[৯] কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। নবী করীম (ﷺ) বললেন, তাকে হত্যা কর। ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা আলা আনহু বলেন, আমাদের ধারণানুযায়ী সেদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইহরাম পরা অবস্থায় ছিলেন না।

---

৮. তাফসিরে ইবনে কাসির, প্রথম খন্ড।
৯. আল – বিদায়া ওয়ান নিহায়া,

এতে সুসপষ্ট প্রমাণিত হয় যে, হারাম শরীফেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যুর পরওয়ানা জারি করেছেন। অথচ আমরা জানি তাতে হত্যা, ঝগড়া - বিবাদ নিষিদ্ধ।[১০]

ইমাম আবূ জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) বর্ণনা করেন,

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا- الخ

হযরত উবদা ইবনুল সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আমার থেকে তোমরা শরীয়তের বিধি-বিধান গ্রহণ কর, আল্লাহ তাদের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।[১১]

উপরোক্ত হাদিস স্বয়ং বিশ্বমানবতার মুক্তির প্রথম ও একমাত্র পূর্ণাঙ্গ আইনি সংবিধান মদীনা সনদের প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উক্তি – "আমার থেকে তোমরা শরীয়তের বিধিবিধান গ্রহণ কর"। এতে প্রতীয়মান হয় যে, আহকামে শরীয়ত তাঁরই হাতে ন্যস্ত।

ইমাম মুসলিম রাদ্বিয়াল্লাহু তা আলা আনহু হযরত আলী ইবনে হুমায়ন রাদ্বিয়াল্লাহু তা আলা আনহুমা থেকে হযরত মিস ওয়ার ইবনে মাখরামা সূত্রে দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত মিসওয়ার বলেন,

---

১০. বুখারী শরীফ, কিতাবুল মাগাযী,
১১. শারহু মা'আনিল আসার, খন্ড – ৩

إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ، عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَإِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَأَوْفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا

অবশ্য ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জীবিত থাকাকালে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন আমি এবিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের সামনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুনেছি, আমি সে সময় সদ্য বালিগ বয়সের। তখন তিনি বললেন, ফাতিমা আমারই অঙ্গ, আমার ভয় হচ্ছে, সে তার দ্বীনের ব্যাপরে ফিতনায় না পতিত হয়। অতঃপর তিনি আবদ ই-শামস গোত্রীয় তাঁর জামাতার আলোচনা করলেন তার আত্মীয়তার সুন্দর প্রশংসা করলেন, এবং বললেন, সে আমায় যা বলেছে সত্য সাব্যস্ত করেছে যে, অংঙ্গীকার করেছে, তা প্রতিপালন করেছে, আর আমি কোন হালালকে হারাম করি না বা হারামকে হালাল করি না। তবে আল্লাহর কসম, আল্লাহর রাসূলের মেয়ে এবং আল্লাহর দুশমনের মেয়ে কখনো এক জায়গায় একত্রিত হবে না।[১২]

১২- মুসলিম শরীফ,

উক্ত হাদিসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, শরীয়তে বিধিবিধান আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর করায়ত্তে। কেননা একজন পূরুষ চাইলে একসাথে চার জন স্ত্রী বিবাহবন্ধনে রাখতে পারবে, যা আল্লাহর কুরআনের ফয়সালা।

ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মিসরী আত-তাহাবী (ﷺ) হযরত উমারাহ ইবনে খুযায়মাহ আনাসারী সূত্রে দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাতে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খুযায়মা ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একার সাক্ষ্যকে দু'ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান করেছিলেন। উমারাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমার চাচা যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, একবার রাসূলে পাক একজন গ্রাম্য লোকের নিকট হতে একটা ঘোড়া ক্রয় করলেন। অতঃপর তিনি তার ঘোড়ার মূল্য নেয়ার জন্য তাকে তার পেছনে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহু (ﷺ) দ্রুত চললেন কিন্তু সে. ধীরে আসতে লাগল, কিছু লোক তার সম্মুখীন হলো এবং তার সাথে ঘোড়াটি ক্রয়ের আলোচনা করতে লাগল, তারা একথা জানে না যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘোড়াটি ক্রয় করেছেন। এমনকি তাদের একজন নবী (ﷺ) যে মূল্য দিয়ে ঘোড়াটি ক্রয় করেছেন, তার চেয়েও বেশি মূল্য বললো। অতঃপর নবী (ﷺ) কে গ্রাম্য লোকটি চিৎকার করে ডেকে বললো, আপনি যদি ঘোড়াটি ক্রয় করতে চান ক্রয় করুণ, নইলে আমি বিক্রয় কওে দেব, তার এ চিৎকার যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শুরতে পেলেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন আমি কি তোমার কাছ থেকে ঘোড়াটি ক্রয় করিনি? লোকটি বললো, না, আল্লাহর কসম, আমি আপনার নিকট বিক্রয় করিনি। নবী (ﷺ) বললেন অবশ্যই তুমি বিক্রয় করেছ, আমি তোমার কাছ থেকে ক্রয় করেছি। অতঃপর লোকজন নবী (ﷺ)এবং উক্ত গ্রাম্য লোকটির নিকট জমা হতে লাগল। আর তারা

দুজন একে অপরের সাথে কথা কাটাকাটি করছিল, গ্রাম্য লোকটি বলতে লাগল, আমি যে আপনার নিকট বিক্রয় করেছি এ ব্যাপারে একজন সাক্ষী পেশ করুন। এ সময় যে মুসলমানই সেখানে উপস্থিত হতেন, তিনি বলতেন, তোমার সর্বনাশ হোক, নবী (ﷺ) সত্য ব্যতীত অসত্য বলতে পারে না।

حتى جاء خزيمة فا ستمع لمراجعة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ومراجعة الا عرابى وهو يقول هلم شهيدًا يشهدلك انَّى قد بايهنك فقال جزيمة انا اشهد انَّك قد بايعتهُ فاقبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد فقال بتصد يقك يارسول الله فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهاد ةَ خز يمةَ بشَّهادة رجلين _

এমন সময় হযরত খুযায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত হন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও গ্রাম্য লোকটির কথোপকথন শোনেন। সে বলছিল আপনি সাক্ষী পেশ করুন, যে একথার সাক্ষ্য দেবে যে, আমি আপনার নিকট ঘোড়াটি বিক্রয় করেছি। 'তখন খুযায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ঘোড়াটি বিক্রয় করেছ। তখন নবী (ﷺ) তার দিকে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ? তিনি বললেন হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ! আপনাকে যে আমি সত্য নবী মেনে নিয়েছি, তার মাধ্যমেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, তখন

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হযরত খুযায়মা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু - এর সাক্ষ্যকে দুজন ব্যক্তির সাক্ষ্যের সমান ঘোষণা করলেন।[১৩]

দু'জন সাক্ষীর মোকাবেলায় খুযায়মা ইবনে সাবিতের সাক্ষ্যকে যথেষ্ট করা, নিঃসন্দেহে শরয়ী বিধানমালা যে হাবীবুল্লাহ (ﷺ) – এর হাতে ন্যস্ত সেটার অকাট্য প্রমাণ বহন করে। আর এমনটিই মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আকিদা হওয়া চাই। আমীন!

(" হুযুর সৈয়্যদে আলম (ﷺ) এর সুদৃঢ় পরওয়ানায় পবিত্র মদীনায়ে তৈয়্যবাকে হারাম ঘোষণার হাদিস সমূহ")

হাদিস: সহীহাইনে (হাদীসের বিশুদ্ধতম দুই কিতাব) রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবেদন করেন :

اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا – هما واحمد والطحا وى فى شرح معا نى الا ثار عن انس رض الله تعالى عنه _

হে আল্লাহ ! নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মক্কাকে হারাম করেছেন, আর আমি মদীনায়ে তায়েবার দু-প্রস্তরময় ভূখন্ডকে হারাম করলাম।[১৪]

---

১৩. শারহু মা'আনিল আসার, খন্ড – ৩।

১৪. কানযুল উম্মাল বাযযারের শর্তের অনুকুলে হাদিস নম্বর – ৩৮১২৩, মুআসসাসা আর রিসালা,বৈরত –১৪/১২৫। সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাবু ইয়াজিফফুনান নাসলান, কদীমী কুতুবখানা করাচী– ৪৭৭/১। কিতাবুল মাগাযী, গাযওয়ায়ে উহুদ, কদিমী কিতাবখানা, কারাচী – ৫৮৫/২। কিতাবুল ইতিসাম, বাবু মা যাকারান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম) প্রাগুক্ত, ১৪০৯০/২। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলুল মাদীনা, কদীমী কিতাবখানা, করাচী – ৪৪১/১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত – ১৪৯/৩। শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ. এম সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৪২/২।

এ হাদিস বুখারী, মুসলিম ও আহমদ এবং ইমাম তাহাবী এটি 'শারহু মা'আনিল আসার' গ্রন্থে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদিস: সহীহাইনে এইমতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ -

هم جميعا عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه -

নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মক্কায়ে মুয়াজ্জামাকে হারাম ঘোষণা করেছেন ও তাঁর অধিবাসীদের জন্য দোয়া করেছেন। আর নিঃসন্দেহে আমিও পবিত্র মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছি। যেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াসা সালাম মক্কাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আর আমি মদীনার এক মুদ ও সা' এর বরকতের জন্য দোয়া করছি। যেরূপ দোয়া হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আহলে মক্কার জন্য করেছিলেন।[১৫]

এ হাদিস আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (رضي الله عنه) হতে তাঁরা সকলেই বর্ণনা করেছেন।

---

১৫. সহীহ বুখারী, কিতাবুল বুয়ূহ, বাবু বারাকাতিস সা'য়িম নবী (ﷺ), কাদিমী কিতাব খানা, করাচী – ২৮৬/১। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযালিল মদীনা ওয়া দুআউন নবী (ﷺ), কাদিমী কিতাবখানা, করাচী – ৪৪০/১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, আল – মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত – ৪০/৪। শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৪২/২।

হাদিস: সহীহাইনে এইরূপে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হুযুরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করেন: হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) তোমার বন্ধু, তোমার নবী, আর আপনি তাঁর যবানের উপর মক্কায়ে মুয়াজ্জমাকে হারাম করেছেন।

اللّٰهُمَّ وانا عبدك ونبيك وانى اُحِرّ مُ ما بين لا بتيها

অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমিও তোমার বান্দা ও তোমার নবী, আমি মদীনায়ে তাইয়েবার দু'টি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির গোটা স্থানকে হারাম ঘোষণা করছি।[১৬]

ইমাম তাহাবী (রাঃ) এটির নিকটবর্তী বর্ণনা করেছেন এবং এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন –

ونهى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان يقصد شجرها او يخبط او يؤخد طير ها –

রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার গাছ কাটতে, তার পাতা ছিঁড়তে এবং এখানকার পাখি শিকার করতে নিষেধ করেছেন।[১৭]

হাদিস: সহীহ মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ,

---

[১৬]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা ওয়া দুআউন নবী (ﷺ), কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ৪৪০/১। সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল মানাসিক, বাবু ফযলুল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানি, করাচী – পৃষ্ঠা – ২৩২। কানযুল উম্মাল, হাদিস নম্বও : ৩৪৮৮২, মুআসসাসা আর রিসালা, বৈরুত – ২৪৫/১২।

[১৭]. শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানি, করাচী – ৩৪৩/২।

انّی اُحَرِّمُ ما بین لا بتی المدینة ان یقطع عضا ھھا او یقتل صید ھا

- ھو واحمد واطحا وی عن سعد بن ابی وقاض رضی اللّٰہ تعالی عنه

নিঃসন্দেহে আমি মদীনার দুই প্রান্তের মধবর্তী স্থানকে হারাম বলে ঘোষণা করলাম। অতএব এখানকার গাছপালা কর্তন করা এবং এখানকার জীব জন্তু শিকার করা হারাম করেছেন।[১৮]

এ হাদিস ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমদ এবং ইমাম তাহাবী (রহ.) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করেন।

হাদীস : সহীহ মুসলিম শরীফের মাঝে এ ইমতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا - ھو والطحاوی

عن رفع بن خد یج رض اللّٰہ تعالی عنه -

নিঃসন্দেহে হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কায়ে মুয়াজ্জমাকে হারাম বানিয়েছেন, আর আমি মদীনার দু'টি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যর্বতী জায়গাকে হারাম ঘোষণা করছি।[১৯]

উপর্যুক্ত হাদিসটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম তাহাবী হযরত রাফি ইবনে খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

---

[১৮]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, কারাচী – ৪৪০/১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত সাঈদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করেন, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত – ১৮১/১। শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কাদীমী কিতাব খানা, করাচী – ৪৪০/১।

[১৯]. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদী, কাদীমী কিতাখানা,করাচী – ৪৪০/১। শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এস. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৪২/২।

হাদীস : সহীহ মুসলিম শরীফে এইরূপে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَأْزِمَيْهَا، أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ، وَلَا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا تُخْبَطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ-

হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) মক্কায়ে মুয়াজ্জমাকে হারাম ঘোষণা করেছেন এবং তা পবিত্র ও সম্মানিত বানিয়েছেন, আর নিশ্চয়ই আমি মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত যা কিছু রয়েছে তাকে হারাম ঘোষণা করছি, এবং তা পবিত্র ঘোষণা করলাম। অতএব এখানে রক্তপাত করা যাবে না, এখানে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে অস্ত্রবহন করা যাবে না, এং পশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য ব্যতীত গাছপালার পাতাও পাড়া যাবে না।[২০]

হাদীস : সহীহ মুসলিম শরীফে এইমতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করেন,

اللّٰهُمَّ انى قد حر متُ مابين لابتيها كما حر مت على لسان ابراهيم الحرم- هو واحمد والرُّو نى عن ابى قتادة رضى الله تعالى عنه

হে আল্লাহ ! নিঃসন্দেহে আমি গোটা মদীনাকে হারাম ঘোষণা করে দিলাম। যেমনিভাবে আপনি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) - এর মুখের উপর পবিত্র হেরেমকে হারাম বানিয়ে দিয়েছ।[২১]

---

২০. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কাদিমী কিতাব খানা, করাচী - ৪৪৩/১।

২১. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কাদিমী কিতাব খানা, করাচী - ৪৪৩-৪৪০/১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেছেন, আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত ৩০৯/৫।

এ হাদিস ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমদ হযরত আবূ কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণনা করেন।

হাদীস : সহীহ মুসলিম শরীফে এইরূপে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ بيت الله وَآمَّنه وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا- هو والطحاوى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما -

নিঃসন্দেহে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) বায়তুল্লাহকে হারাম বানিয়ে দিয়েছেন, এবং নিরাপত্তা দানকারী বানিয়েছেন। আর আমি মদীনায়ে তাইয়েবাকে হারাম করলাম। এখানকার না ঘাস কাটা যাবে, আর না তার কোন শিকার ধরা যাবে।[২২]

এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম ও ইমাম তাহাবী হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস: সহীহাইনের মাঝে রয়েছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়ালরাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন,

حرم رسول الله صلى الله تعا لى عليه وسلم ما بين لا بتى المد ينة وجعل اثنا عشر ميلاً حول المد ينة حِمى - هما واحمد وعبد الرزاق فى مصنفه _

---

২২. শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৫২/২। কানযুল উম্মাল, ইমাম মুলিমের বরাতে, হাদীস : ৩৪৮১০, মুআসসাসাতু আর রিসালাহ, বৈরুত – ২৫৩২/১২।

সমস্ত মদীনায়ে তাইয়েবাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হারাম করে দিয়েছেন। আর তিনি পবিত্র মদীনার চারপাশ্বের বারো মাইল পর্যন্ত সবুজ ঘাসের চারণভূমিকে লোকদের হস্তক্ষেপ থেকে নিজের সংরক্ষণে নিয়ে নিলেন। ২৩

এ হাদীস বুখারী ও মুসলিম এবং হযরত আবদুর রাযযাক স্বীয় মুসান্নফে উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম ইবনে জারীর (رحمه الله) এর বর্ণনা এই যে,

حرّم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شجر ها ان يعضد او يخبط - رواه عن خبيب ن الهذ لى رضي الله تعالى عنه _

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মদীনার গাছপালা কর্তন করা, তার পাতা ছিঁড়া হারাম ঘোষণা করেছেন।[২৪]

এ হাদীস শরীফ ইমাম ইবনে জারীর রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত হাবীব হুজালী রাদ্বিয়াল্লাহু তা আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন।

<u>হাদীস :</u> সহীস মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, হযরত রাফি ইবনে খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন,

انّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرَّم ما بين لا بتي المد ينة _ هو والطحا وى فى معا نى الا ثار _

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়ে তাইয়েবার সমগ্র স্থানকে হারাম বানিয়ে দিয়েছেন।[২৫]

---

২৩. সহীহ বুখারী, ফযায়িলুল মদীনা, বাবু হারামুল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ২৫১/১। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ৪৪২/১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত আবূ হুরায়ারা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, আন মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত – ৪৮৭/২। আল – মুসান্নাফ লিআবদির রাযযাক কিতাবু হুরমাতুল মদীনা, হাদীস : ১৭১৪৫, আল – মাজলিসুল আলামী, বৈরুত – ২৬১৪ – ২৬০/৯।

২৪ . ইমাম ইবনে জারীর, হযরত হাবীব হুজালী সূত্রে বর্ণিত।

এ হাদিস ইমাম মুসলিম ও তাহবী শারহু মা'আনিল আসারে বর্ণনা করেছেন।

<u>হাদীসঃ</u> সহীহ মুসলিম ও শারহু মা'আনিল আসারে এইমতে হযরত আসিম আল আহওয়াল (رحمه الله) হতে বর্ণিত যে,

قلت لِأَنس بن مَلك احرّم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة قال نعم الحديث - زاد ابو جعفر فى رواية لايعضد شجر هاولمسلم ض اخرى ذلك فعليه لعنة والملئكة والنا س اجمعين _

অর্থাৎ আমি (হযরত আসিম আল আহওয়াল (رحمه الله) হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কি মদীনাকে হারাম ঘোষণা করেছেন ? তিনি বলেলন, হ্যাঁ,[২৬] তা হারাম, অতএব এখানকার উদ্ভিদ কাটা যাবে না, ঘাস উপড়ানো যাবে না,[২৭] যে ব্যক্তি এরূপ করবে তার উপর আল্লাহ ও তাঁর ফিরিস্তাদের এবং সমগ্র মানব জাতির লা'নত তথা অভিশাপত।[২৮]

<u>হাদীসঃ</u> সুনানে আবু দাউদে রয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন –

انّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرَّم هذا الحرام _

---

২৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ৪৪০/১। শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুল সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৪২/ ২।

২৬. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ৪৪১/১।

২৭. শারহু মা, আনিল আসার , কিতাবুস সায়ীদ বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৪২/২।

২৮. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কাদিমী কিতাব খানা, করাচী – ৪৪১/১।

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ মহা সম্মানিত হারামকে হেরেম বানিয়ে দিয়েছেন।[২৯]

হাদীস : হযরত শারজীল (رضي الله عنه) বলেন, আমি পবিত্র মদীনায়-শিকার ধরার জন্য জাল টানাচ্ছিলাম, এমতাবস্থায় হযরত যায়দ ইবনে সাবিত আনসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আমাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর তিনি জাল ধরে ছুড়ে ফেলে দিলেন, আর ইরশাদ করলেন,

تعلموا انَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرَّم صيد ها – الا مام ابو جعفر فى فى شرح الطحا وى _

তোমরা কি জান না যে, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মদীনায়ে তাইয়েবার শিকার ধরা হারাম করেছেন।[৩০]

এ হাদিস ইমাম আবূ জাফর শারাহু তাহাবীর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ হযরত যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে,

انَّ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حرم ما بين لَاَبْتَيها

নিঃসন্দেহে নবী (ﷺ) মদীনার দু'টি কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমির মধ্যর্বতী স্থানকে হারাম ঘোষণা করেছেন।[৩১]

হাদীস : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন –

---

২৯ . সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু কি তাহারিমুল মদীনা, আফতাবে আলম প্রেস, লাহোর – ২৭৮/১।

৩০ . শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ বাবু, সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, কারাচী – ৩৪২/২।

৩১ . মুসন্নাফে ইবনে আবূ শায়বাহ, কিতাবুস সিয়ার ১৮২/৬।

اِنَّ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرَّم ما بين لابتى المدينة ان يعضد شجرها او يخبط _

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সমগ্র মদীনাকে হারাম বানিয়ে দিয়েছেন, করা নিষিদ্ধ এবং এখানকার পাতা ছিঁড়াও নিষিদ্ধ।[৩২]

হাদীস : হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বর্ণনা করেন, একদা আমি কুম্বুলা নামক স্থানে একটা পাখি শিকার করলাম, অতঃপর সেটি হাতে নিয়ে আমি বের হলাম। এমন সময় আমার সম্মানিত পিতা আবদুর রহমান ইবনে অওফ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। অতঃপর তিনি রাগান্বিত অবস্থায় আমার কান মলে দিলেন। তারপর আমার হাত থেকে নিয়ে পাখিটা তিনি ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

حرَّم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صيد ما بين لا بتيها _

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পবিত্র মদীনায় শিকার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[৩৩]

হাদীস : হযরত সা'ব ইবনে জাচ্ছামা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণিত,

انّ رسول الله صلى الله تعا لى عليه وسلم حرّم البقيع وقال لاحمى الا لله ورسوله

নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জান্নাতুল বাকীকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর তিনি বলেছেন : আল্লাহ জাল্লা – জালালুহু ও তাঁর রসূল (ﷺ) ব্যতীত কারো জন্য চারণভূমির মালিকানা নেই।[৩৪]

---

৩২ . শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৪২/২।

৩৩ . প্রাগুক্ত.

তিনটি বর্ণনাই ইমাম তাহাবীর, (অর্থাৎ উর্পযুক্ত তিনটি হাদীসই ইমাম তাহাবী (ﷺ) বর্ণনা করেছেন।) উপরোক্ত ষোল খানা হাদীস সমূহের মধ্যে প্রারম্ভিক আট খানার মাঝে স্বয়ং হুযুরে আক্বদাস (ﷺ) ইরশাদ করেছেন : আমি মদীনা শরীফকে হারাম ঘোষণা করেছি।

আর পরবর্তী আট খানার মাঝে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বর্ণনা করেছেন : হুযুর (ﷺ) হারাম ঘোষণা করার কারণে মদীনায়ে তাইয়েবা হারাম হয়ে গেল। বাস্তবিকপক্ষে এ গুণ মহা প্রতাপশালী আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, প্ররাম্ভিক আট খানা থেকে পাঁচটির মধ্যে স্বীয় সম্মানিত পিতা সাইয়িদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর দিকে সমর্পকিত করেই ইরশাদ হয়েছে যে, সম্মানিত মক্কাকে পবিত্র হারাম ঘোষণা স্বয়ং তিনিই করেছিলেন, তিনিই নিরাপত্তা দানকারী বানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন –

ان مكة مرحرمها الله تعالى ولم يحرمعا الناس - البجارى والتر

مذى عن ابى شُرَيح ن البغد ادى رضي الله تعالى عنه –

নিঃসন্দেহে মক্কায়ে মুয়াজ্জমাকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। কোন ব্যক্তি এটিকে হারাম করেননি।[৩৫]

এ হাদীস বুখারী ও তিরমিযী হযরত আবূ শুরায়েখ বাগদাদী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। এ সমস্ত সনদসমূহ (হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরমপরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে) আমার পুস্তকের জন্য বিশেষ উপলক্ষ। কিন্তু তা অহাবীদেও জানের উপর বড়ই মারাত্মক ও কঠিন বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পবিত্র

---

৩৪ . শারহু মা'আনিল আমার, বাবু ইয়াহিয়াইল আরদিল মাইতাতি, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ১৮৫/২।

৩৫ . সহীহ বুখারী, আবওয়াবিল উমরা, বাবু লা – ইয়া'দিদু শাজারুল হারাম, কদীমী কিতাব খানা, কারাচী – ২৪৭/১। সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নম্বও : ৮০৯, দারুল ফিকর, বৈরুত – ২১৭/২।

মদীনার জঙ্গল হারাম হওয়াটা শুধুমাত্র উর্পযুক্ত হাদীসসমূহে বলা হয়েছে তা নয়, বরং এছাড়াও অসংখ্য হাদীস সমূহে উপস্থাপিত হয়েছে।

হাদীসে সহীহাইন : হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

المد ينة حرم من كذا الىذا لا يقطع مشجر ها - هما واحمد والطحا وى واللفظ للجا مع العحيح-

মদীনা এখান থেকে ওখান পর্যন্ত হারাম, সুতরাং তার গাছ কাটা যাবে না।[৩৬]

এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম এবং আহমদ আর তাহাবী বর্ণনা করেছেন। আর বর্ণিত শব্দসমূহ জামে আস – সহীর।

হাদীসে সহীহাইন : হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

المد ينة حرم - الحد يث هما والطحاوى وابن جرير اللفظ للمسلم

মদীনা হলো হারাম।[৩৭] এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তাহাবী ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেছেন, আর বর্ণিত শব্দসমূহ মুসলিম শরীফের।

হাদীসে সহীহাইন : মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তাআলা ওয়াজাহাহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

---

৩৬ .সহীহ বুখারী, ফযায়িলুল মদীনা, বাবু হুরমতিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ২৫১/১। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফাযায়িলুল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা , কারাচী – ৪৪১/১। কানযুল উম্মাল, হাদীস নম্বও : ৩৪৮০, মুআসসানা আর – রিসালা, বৈরুত – ২৩১/১২। মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত। আল মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত – ২৪২/৩।

৩৭ . সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, কারাচী – ৪৪২/১।

المد ينة حرم ما بين عير الى كذا - ولمسلم والطحا وى ما بين عير الى ثور الحد يث زاد احمد وابو داؤد فى رواية لا يجتلى خلاها ولا ينفرصيد ها _

মদীনার আইর থেকে মাওর পর্বত পর্যন্ত হারাম।[৩৮]

ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ তাদেও বর্ণনায় আরো বৃদ্ধি করেছেন যে, এখনকার ঘাস কর্তন করা যাবে না। আর এর কোন প্রাণী শিকার করা যাবে না।[৩৯]

হাদীস সহীহ মুসলিম : হযরত সাহল ইবনে হুনায়ফ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত মোবারক দ্বারা মদীনায়ে তাইয়েবার দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করলেন,

انّها حرم اٰمن - هو واحمد والطحاوى وابو عونة-

নিঃসন্দেহে এটি নিরাপত্তা দানকারী ও হারাম।[৪০]

---

৩৮ .সহীহ বুখারী, ফযায়িলুল মদীনা, বাবু হুরমাতিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ২৫১/১। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কদীমী কিতাব খানা, করাচী – ৪৪২/১, সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফি তাহরিমুল মদীনা, আফতাবে আলম প্রেস, লাহোর – ২৭৮/১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল – মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত – ৮১/১। শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী – করাচী – ৩৪১/২।

৩৯ . মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত – ১১৯/১। সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাবু ফি তাহারিমল মদীনা, আফতাবে আলম প্রেস, লাহোর ২৭৮/১।

৪০ . সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ, বাবু ফযলিল মদীনা, কাদীমী কিতাব খানা, কারাচী – ৪৪৩/১। মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত সাহল ইবনে হুনায়ফ হতে বর্ণিত, আল - মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত - ৪৮৬/৩। কানযুল উম্মাল, হযরত আবু ওয়াইনার বরাতে বর্ণিত, হাদীস নম্বর। ৩৪৮০০, মুআসসাসা আর - রিসালা, বৈরুত - ২৩০/১২। শারহু মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদিন মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী - করাচী - ৩৪২/২।

এ হাদীস ইমাম মুসলিম, আহমদ, তাহাবী ও হযরত আবু ওয়াইনা (ﷺ) বর্ণনা করেছেন।

হাদীস : ইমাম আহমদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন,

لهكل نبي حرم وحر مى المدينة-

প্রত্যেক নবীর জন্যে একটি হারাম রয়েছে, আর আমার হারাম হচ্ছে মদীনা।[৪১]

হাদীস : আবদুর রাযযাক হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণনা করেন,

انّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حرم كُلّ دافّةٍ اقبلت على المد ينة من العفة الحد يث-

নিঃসন্দেহে নবী করীম (ﷺ) মদীনায় বসবাসরত প্রত্যেক গোত্রের জনসাধারণের উপস্থিতিতে মদীনার কাটাযুক্ত বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।[৪২]

হাদীস : ইমাম তাহাবী বিশুদ্ধ পন্থায় হযরত মালিক হতে, তিনি ইউনুছ – ইবনে ইউসুফ হতে, তিনি ইউসুফ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেন, একবার তিনি কতিপয় ছেলেদেরকে পেয়েছিলেন, যারা একটি শৃগালকে ধরা দেয়ার জন্য ঘেরাও করেছিল। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওসব ছেলেদেরকে তাড়িয়ে দিলেন। ইমাম মালিক বর্ণনা করেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি তাদেরকে একথাই বলছিলেন।

---

৪১. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, আল – মাকতাবুল ইসলামী, বৈরুত – ৩১৮/১।

৪২. আল মুসান্নিফ লিআবদির রাজ্জাক, বাবু হুরমাতুল মদীনা, হাদীস নম্বও : ১৭১৪৭, আল – মাজলিসুল উলামা, বৈরুত – ২৬১/৯।

اَفِى حرَّم رسول الله صلى الله تعا لى عليه وسلم يصنع هذ ا-

কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর হারামকৃত এলাকায় এমন করা হচ্ছে।[৪৩]

হাদীস : মুসনাদুল ফিরদাউসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يبعث الله عز وجل من هذه البقيعة ومن هذا الحرم سبعين الفا يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم فى سبعين الفا وجو ههم كا لقم ليلة البدر -

আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে এ জান্নাতুল বাকী ও হারাম ৭০ হাজার এমন কতগুলো ব্যক্তিদের উঠাবেন যে, তাঁরা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তাদের মধ্যে প্রত্যেকই একজন ৭০ হাজারকে সুপারিশ করবে। তাদের চেহেরা চৌদ্দ তারিখের পূর্ণিমা চন্দ্রের মতো আলোকোজ্জ্বল হবে।[৪৪]

আর যদি ওসব হাদীস সমূহ গননা করা হয়, যাতে মক্কায়ে মুয়াজ্জমা ও মদীনায়ে তাইয়েবাকে হারামাইন ঘোষণা করা হয়েছে, তবে তা আধিক সংখ্যক হবে। বর্ণনাকৃত এ সমস্ত হাদীস সমূহ প্রত্যেক অধ্যায়ে হাদিসে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। অতএব দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে প্রমাণিত যে, মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা তাইয়েবার জঙ্গলের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় নির্দেশ ও পূর্ণ তাগীদের সাথে ঐরূপ আদব (শিষ্টাচারিতা) সাব্যস্ত করলেন, যেরূপ মক্কায়ে মুয়াজ্জামার জঙ্গলের রয়েছে। এখন

---

৪৩. শরহ মা'আনিল আসার, কিতাবুস সায়ীদ, বাবু সায়ীদুল মদীনা, এইচ, এম. সাঈদ কোমপানী, করাচী – ৩৪২/২।

৪৪. আল – ফিরদাউস বিমাসূরিল খেতাব, হাদিস : ৮১২৩, দারুল কুতুবুল আলামিয়া বৈরুত – ২৬০/৫। কানযুল উম্মাল, হাদিস : ৩৪৯৬, মআসসাসা – তুর - রিসালা, বৈরুত – ২৬২/১২।

আমি তুলে ধরছি তায়েফা - তালুগা ওহাবীদেও ইমাম, যার খারাপ পরিণতি স্বীকৃত, সে তার অপূর্ণাঙ্গ কটুভাষা পরিস্কারভাবে লিখে গেছেন -" দুটি কৃষ্ণ প্রস্তরময় পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের জঙ্গলের আদব করা, তাতে শিকার না করা, তার বৃক্ষ কর্তন না করা, এ সমস্ত কাজ আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের জন্য বলেছেন। কিন্তু যে কেউ কোন পীর, পয়গাম্বও অথবা ভূত ও পরীদের স্থানকে চক্রকাওে আবর্তনে জঙ্গলের আদব করে, তবে তার উপর শিরক প্রমাণিত হবে।[৪৫]

কেন, আমি (গ্রন্থকার) বলব যে, এ নাপাক (আপবিত্র) মাযহাব ও অভিশপ্ত ধর্ম এজন্য অবিস্কার হয়েছে যে, এরা আল্লাহ ও রাসূল পর্যন্ত শিরকের হুকুম পৌছাবে। তাতে আর কার কী ক্ষতি হয়। এ দুর্ভাগা ও বদ - দ্বীনদের (ধর্মহীনদের) উপর হাজার লালা (মুখু নঃসৃত থুতু)।

আপনারা দেখেছেন যে, ঐ ইমাম বল্লার অনুসারী যিনি বড়ই একত্ববাদীর ফেরিওয়ালা বনে ফিরেছেন। আর নিজ ইমামের সমস্বরে সুর মিলালেন, যার يا محمدٌ رسول الله পড়তে খুব বেশি লজ্জা লাগে। আল্লাহর অগণিত দরূদ সমূহ – رسول الله صلى الله تعالى عليه محمد وسلم ও তাঁর প্রতি আদব রক্ষাকারী গোলামদের উপর।

নবী (ﷺ) সর্ম্পকে উপদেশ : ও হে মুসলমানেরা ! কেবলমাত্র এ কথা বুঝবেন না যে, ঐ পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীর ইমামের কাছে পবিত্র হারম ও হুযুর পুরনূর মালেকুল – উমাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম – এর প্রতি আদব রাখাটা শিরক, নয় নয় বরং তাদের মাযহাবে – কোনো ব্যক্তি হুযুরে আক্বদাস (ﷺ) এর পবিত্র জিয়ারতের উদ্দেশ্য মদীনায়ে তাইয়েবায় গেলে ও তথাপি চার-পাঁচ মাইল দূরত্ব থেকে

---

৪৫. তাকবিয়াকুল ঈমান, মুকাদ্দামাতুল কিতাব, মাতাবয়ু আলিমী আন্দারো, লুহারী দরওয়াজায়ে লাহোর – ৮ পৃ.

(ওহাবীরা যেমনটি বলে যে, জিয়ারতের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা শিরক, মাথা ঝুকানো শিরক) তার নিজের উপর রাস্তায় ধৃষ্টতা দেখানো ও অশ্লীল কথার্বাতা বলে চলাটা যেন ফরযে আইন ও জযবায়ে ঈমান, এমনকি যদি কেউ স্বীয় মলিক ও আক্বা (ﷺ) – এর শ্রেষ্ঠত্ব ও শক্তিমত্তার প্রতি নির্মল দৃষ্টি রেখে শিষ্টতা প্রদর্শন ও আদবের সাথে চলে ! তাহলে তাদের দৃষ্টিতে মুশরিক হয়ে যাবে। তার ঐ পথভ্রান্তকারী কিতাব লিখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে উক্ত স্থানে ও রাস্তায় অশ্লীল কথার্বাতা বলা।[৪৬] জীবদ্দশায় স্বীয় কাজ (সমপাদিত বই) তাকে গুণাহের যোগ্য করল, যে খোদার উপর মিথ্যা অপবাদ রটনা করল যে," এ সমস্ত কাজ আল্লাহ নিজ ইবাদতের জন্য আপন বান্দাদেরকে বলেছেন। যে কেউ কোনো পীর ও পয়গম্বরের (নবী–রাসূল) জন্য করবে তার উপর শিরক প্রমাণিত।[৪৭]

سبحا ن الله ! (সুবহানাল্লাহ ?) অনর্থক অশ্লীল কথার্বাতা বলাটা নজদী ওহাবীদের ঈমানী চেতনা, বরং সত্যিকার জিজ্ঞাসা করুণ, তখন দেখবেন, এ দের সকলের ঈমান ঐ পরিমাণই। তাতে ফলাফল এ দাঁড়াল যে, মুজতাহিদুত তায়েফার (ওহাবী ধর্মের গবেষকের) যদি এই ইবারত লেখার সময় আয়াতে কারীমা – فلا رفث ولا فسو ق ولا جدال فى الحج"(তবে না স্ত্রীদের সামনে সম্ভোগের আলোচনা করা হবে, না কোন গুণাহ, না কারো সাথে ঝগড়া হজ্জের সময় পর্যন্ত।)[৪৮]

পুরাপুরি স্মরণ না আসত, অন্যথায় মদীনায়ে তাইয়েবার রাস্তায় فسوق (গুণাহ) ও فجور (ব্যভিচার) করে পাথচলাটা ফরয বলে দিত।

---

৪৬. তাকবিয়াকুল ঈমান, মুকাদ্দামাতুল কিতাব, মাতাবায়ু আলিমী আন্দারো লুহারী, দরওয়াজায়ে লাহোর – পৃ.৭

৪৭. প্রাগুক্ত.

৪৮. আল কুরআনুল কারীম – ১৯৭/২।

তাও এভাবে যে, কেউ যদি সেখান থেকে গুণাহ না করে ফিরে আসে তাহলে মুশরিক হয়ে বাবে, - ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

সূক্ষ্ম তত্ত্ব : নজদী শায়েখবৃন্দ ! খোদার একি ন্যায়বিচার যে, ইবাদতের কাজ গুলো করা থেকে বেঁচে থাকাটা আম্বিয়া ও আউলিয়াদের বেলায় কি নিদিষ্ট, নতুবা একে অপরের ক্ষেত্রে কি শিরকী কর্মকান্ড জয়েজ। নয় নয়, যা শিরিক তা খোদা ব্যতীত সর্ব ক্ষেত্রেই শিরীক। অতএব জনাব আপনারা যখন আপনাদের কোনো নজীর - বশীর অথবা পীর - ফকির অথবা মুরিদ - রশীদ কিংবা দুস্ত - আজীজ সেখানে (মদীনায়) যাবে, তখন রাস্তার মাঝে লড়াই, ঝগড়া, এক অন্যের মাথা - ফাটাফাটি, মাথা ঘর্ষণ করে চলতে বলবেন! নতুবা দেখুন, কোনো অবস্থাতেই মাগফেরাতের সুগন্ধ পাবেন না, কেননা আপনারা হজ্জ ব্যতিরেখে রাস্তায় ঐ কথাবার্তা না বলা থেকে বেঁচে সে কাজই করলেন, যা আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের জন্য আপন বান্দাদেরকে বলেছেন। আর ঐ জুতা -মোজাতে এ উপকারিতা কেমন হয় যে, যাতে এক কাজে তিন মজা মিলে। جدال (ঝগড়া - বিবাদ) হওয়াটা তো স্বয়ং প্রকাশ্য, আর যখন কোনো হেতু নেই তো فسق (গুণাহ) উপস্থিত, আর رفث (অশ্লীল কথাবার্তা) মানে প্রত্যেক যুক্তিযুক্ত কথাবার্তা অগ্রাহ্য করলে তো সেটিও হাসিল। একবাক্যে বলতে গেলে নজদীদের (ওহাবীদের) ঈমানে তিনটি রোকনই পরির্পূণ। - ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

আলহামদুলিল্লাহ! রেযার এ কলম নজদী - ওহাবীদের স্তুপ দ্বারে বিজলীর ন্যায় আঘাত হেনে মর্মপীড়া দিতে সবচেয়ে পৃথক ভূমিকা রাখে।

- والحمد لله رب العلمين

লেখকের প্রকাশিতব্য গ্রন্থসমূহ

- **রসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুপারিশ**
  মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- **অন্তরের প্রসন্নতা ঈমানের পরিপূর্ণতা**
  মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
- **ফযিলতময় রাতসমূহ** (বছরের আটটি রাতের বরকতের বর্ণনা)
  মূল : আল্লামা শাহ মুহম্মদ তোরাবুল হক
- **ইসমে আযম** (কোন আমল করলে কী লাভ হয় তার বর্ণনা)
  মূল : আল্লামা আলম ফকিরী

মূল : আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)
অনুবাদ : মুহাম্মদ হোসাইন রেযা কাদেরী